বিভং By Nabil Muhtasim

□□□□□e eg

আর গেলেও সেখানে তার জন্য কি ধরনের বিপদ অপেক্ষা করছে সে সব কিছু জানতে হলে পড়তে হবে লেখক নাবিল মুহতাসিম এর সাই ফাই থ্রিলার বিভং . **□□□□□ epubs** বিভং লেখক নাবিল মুহতাসিমের লেখা প্রথম সাই ফাই থ্রিলার। এ বইতে সবচেয়ে যে জিনিষটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটা হলো নভোচারীদের ট্রেনিং এবং ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের বিশদ বিবরণ। দেশে বিদেশে এ ধরণের সাই ফাই বেশ লেখা হলেও কেন জানি এ ব্যাপারটিকে প্রায় সবাই এড়িয়ে যায়। এ জাতীয় তথ্য- উপাত্ত জোগাড় করতে লেখককে বেশ খাটুনি করতে হয়েছে তা লেখার বিবরণেই স্পষ্ট। পড়ার সময় মনে হয়েছে স্পেসের যাওয়ার জন্য ট্রেনিং.

□□□□□ book pdf free

তাতে কাহিনীতে তেমন একটা সমস্যা হয়নি। বিভং এর প্রচ্ছদ গল্পের সাথে বেশ মানানসই।বাধাই ও কাগজের মান ও ভালোই বলা যায়।বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় সাই ফাই এর এই ঘরানায় বেশ কিছু বই পড়লেও বলা যায় বিভং এ বেশ কিছু নতুনত্ব ছিল যা বাকি বইগুলোতে আমি বলতে গেলে পাইনি। বেশ ভালো লাগছে এটি দেখে যে এদেশে গতানুগতিক কল্পবিজ্ঞানের ধারার চেয়ে নতুন নতুন ধারায় গল্প বলা হচ্ছে। সামনে নাবিল মুহতাসিম সহ বাকি লেখকেরা বাংলা কল্পবিজ্ঞানকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাক.

□□□□□ ebook3000

এ প্রত্যাশায় রইলাম□ Hardcover 'বিভং' নামটা প্রথম শুনেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যারা জানার তারা তো জানেনই রেফারেন্সটা কিসের। পুরো ব��য়ে ইস্টার এগের অভাব নেই। উপভোগ্য বর্ণনার সাথে এই রেফারেন্সগুলো পড়ার মজা বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে□ Hardcover লেখা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। একবার পড়া শুরু করলে আপনা থেকেই তরতর এগিয়ে যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কবিতা.

□□□□□ horror games

যেটা মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। – নাবিল মুহতাসিমনাবিল মুহতাসিমের লেখনশৈলীতে অদ্ভুত একটা ঘোরলাগা ভাব আছে। পাঠকের এমনটা মনে হতে বাধ্য যে – লেখক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পাঠকের মুখোমুখি বসে একটা গল্প শুনাচ্ছেন। যেন লেখক লেখাটা এখনো প্রকাশ করেনি; অথচ বন্ধুত্বের খাতিরে পাঠককে আগেভাগেই শুনিয়ে দিচ্ছেন গল্পটা। গল্পটা কেবলই একটা সাদামাটা আর গন্ডিবদ্ধ সায়েন্স ফিকশনে আবদ্ধ না রেখে বরং পুরোদস্তর একটা তথ্যবহুল বইয়ে রূপান্তর করেছেন লেখক।নট অনলি নন-লিনিয়ার বাট অলসো ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভ। হ্যাঁ.

□□□□□e english

গল্পটার প্লট সাজানো হয়েছে খানিকটা নন-লিনিয়ার ধারায়। তবে পুরো বর্ণনাভঙ্গি উত্তম পুরুষে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবে লেখক উত্তম পুরুষের চেতনা প্রবাহকে গল্পে রূপদান করতে গিয়ে পাঠকের মনে খানিকটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন। সেইজন্যেই স্ট্রিম অফ কনশাসনেস আর নন-লিনিয়ার ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে খানিকটা দ্বন্দ্ব মনে হলেও হতে পারে পাঠকের। তবে এতে গল্পের প্রবাহে তেমন কোনো প্রভাবই পড়েনি। এগুলোর সঙ্গে আবার ডার্ক কমেডি একদম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পূর্ণাঙ্গ আলোচনা - https://thewazed. **□□□□□g gta** Hardcover

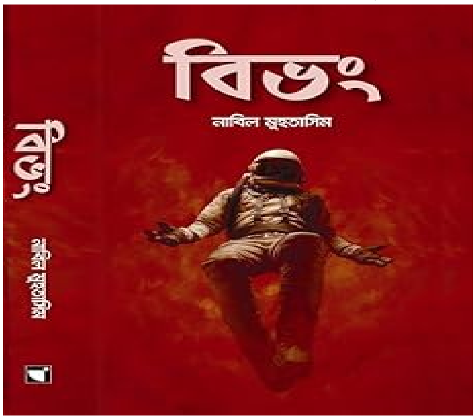

ফ্ল্যাপে লেখা গল্প পরিচিতি পড়লেই বইটা হাতে নিতে ইচ্ছে করবে! ঝরঝরে প্লট.

вигенин

লেখার হাতও সাবলীল। সাইফাই জগতের সাথে আবেগের সংযোগ চমৎকার ছিল। সাথে এসেছে প্রিয় কবি সাহিত্যিক আর মিউজিশিয়ানদের ক্যামিও এপেয়ারেন্স। এক কথায় চমৎকার!তবে কিনা জায়গায় জায়গায় বর্ণনার বাহুল্য ছিল। আর প্রচুর ভুল বানানের সমাহার পড়তে গিয়ে যথেষ্ট বিরক্তির উদ্রেক ঘটিয়েছে। এজন্য সাড়ে তিন তারা Hardcover প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তির অমিলই বেশি। বইটি সম্পর্কে অনেক পজেটিভ রিভিউ দেখেছি। কিন্তু যে আশা নিয়ে শুরু করেছিলাম.

b bb

পড়তে গিয়ে ততোটাই হতাশ হয়েছি। গল্পটা ভালো। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনার বাহুল্যে প্রচুর বির���ত হয়েছি। শুধু শুধু তথ্য ঠেসে পৃষ্ঠা সংখ্যা না বাড়ালেই হতো। গল্প বলার ভঙ্গিও পছন্দ হয়নি। অবশ্য সবার সবকিছু ভালো লাগবে এমনটা ভাবাও ঠিক না। পড়া শেষে একটা কথাই মনে হয়েছে.

#heading[8]

এই বই আমার জন্য না Hardcover কাজী রূপু। প্রথম বাঙালি যে কিনা মহাকাশচারি হিসেবে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে। কিন্তু জ্ঞান ফিরতেই এমন এক উটকো এবং অবিশ্বাস্য ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে এই সম্ভাব্য এস্ট্রোনাট যা তাঁর সারাজীবনের অমানুষিক সাধনাকে ভেস্তে দিতে পারে। সয়ুজ করে টেক অফের পরিবর্তে রূপুর স্থান হতে পারে কারাগারে। মহাকাশযানের পরিবর্তে তাঁকে নিয়ে বসানো হতে পারে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে।নাসা এবং অন্যান্য মহাকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পরিচালিত স্পেসস্টেশনের মধ্যে ওজনশূণ্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হবে। তবে ওখানে পৌছেই রূপু বুঝে উঠতে পারলো যে এক মারাত্মক রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক দ্বন্দ্বের মাঝে চলে এসেছে ইতিহাসের প্রথম বাঙালি এস্ট্রোনাট। ভূরাজনীতির তাপ এমনকি স্পেসস্টেশনে পর্যন্ত গড়িয়েছে। কি এমন গোপন এক্সপেরিমেন্ট করছে রাশিয়ানরা এবং কি ধরণের দুরভিসন্ধি নিয়ে সেই মহাকাশের ঘরে পা রেখেছেন রূপুর মার্কিন কমান্ডার? পৃথিবীজুড়ে রক্ষণশীলতা.

#heading[9]

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধিত হলেও মানুষ এখনো যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে হয়ে উঠেছে আরো ভয়ানক। বছর খানেক আগের সর্ববিদ্যায় পারদর্শি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা 'রবি' কে আদালতের রায়ের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। প্রফেসর জয়ন্তর আবিষ্কার প্রায় মানুষের মত এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু তার আগে মানবতার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধানে এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। এখন পরিণত হয়েছে ট্যাবুতে। মহাকাশে রাশিয়ানদের সাথে সাথে নিজ দলের সদস্যদের অদ্ভুত আচরণে রূপু ভড়কে না গিয়ে পারে না। তার উপর এক অচেনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়ে গেছে ঐ স্পেসস্টেশনেই। আমাদের মূল চরিত্রকে বারবার চলে যেতে হচ্ছে মনোস্কোপে। শেষ রক্ষা কি হবে?নাবিল মুহতাসিমের লেখা আমার বরাবরের মতই দারুন লাগে। তবে এই বইটি তাঁর মহাকাশ সংক্রান্ত তীব্র প্যাশনের সাথে সাথে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি যথারীতি লেখকের দুরন্ত ভালোবাসার এক নিদর্শন দিয়ে গেছে। বিভং এ পাঠক নন-ফিকশনের একটু যান্ত্রিক ভাষার পরিবর্তে উত্তম পুরুষে রূপুর কাছ থেকেই মহাকাশ যাত্রার প্রস্তুতি.

#heading[10]

নৃবিজ্ঞান এবং ভূগোলের বিভিন্ন তথ্য একধরণের 'ডার্ক কমেডি' এর মাধ্যমে প্রকাশটা আমার বরাবরের মতই খুব পছন্দের বিষয়। লেখনীর মাধ্যমে সার্কাজম এবং ডার্ক এন্ড গ্রিটির কম্বিনেশন মনে হয় নাবিলের চেয়ে বর্তমানে ভালো কেউ দিতে পারেন না।আরেকটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। এই গ্রন্থে বাংলা এবং ভিন্নভাষার বেশ কয়েকজন কিংবদন্তি কবি-সাহিত্যিক-ব্যান্ডতারকার উপস্থিতি লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইরকম সায়েন্স ফিকশন আমি মনে হয় আগে পড়িনি। পৃথিবী হোক বা মহাকাশ.

#heading[11]

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন পরিচয়বাদী আচরণের কারণে সুন্দর এবং সহজ জীবনেও যেকোন মূহুর্তে নেমে আসতে পারে বিভং।বুক রিভিউবিভংলেখক : নাবিল মুহতাসিমপ্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৯দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৯ প্রচ্ছদ : ডিলান প্রকাশনা : বাতিঘর প্রকশনীজঁরা : সায়েন্সফিকশন-থ্রিলাররিভিউয়ার : ওয়াসিম হাসান মাহমুদ Hardcover বিভংলেখকঃ নাবিল মুহতাসিমকল্পনা করুন.

#heading[12]

লাশটির লাশ হওয়ার জন্য দায়ী আপনি নিজেই। সহজ করে বলি। লাশটির খুনি আপনি নিজেই।অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে আপনার মহাকাশ যাত্রা। রকেটে চড়ার আগে হয়ত আপনাকে চড়তে হবে পুলিশের লড়িতে। এমন পরিস্থিতি থেকেই গল্পের যাত্রা শুরু। শুরুটা কিছুটা ধীরগতির। তবে বিরক্তিকর নয়। কারণ - লেখকের সাবলীল লেখনী। বাজিকর সিরিজ যারা পড়েছেন.

#heading[13]

তারা লেখকের ভিন্নধর্মীর এই লেখনীর সাথে পরিচিত। তবে বিভং গল্পে নিজের আগের লেখাগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছেন বহুগুনে। লেখকের বর্ণনাবহুল লেখা পড়ে যেতে এজন্য একবারের জন্যে হলেও বিরক্তি ভর করে নি। গল্পে চরিত্রের ঘনঘটা নেই। প্রায় পুরো গল্পই রুপু এর ফার্স্ট পার্সন ভিউয়ে লেখা। বইয়ের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন.

#heading[14]

ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে ডার্ক কমেডি এর ব্যবহার এই বইয়ে রয়েছে।যদিও তার পরিমাণ খুবই কম। তবে উপভোগ্য ছিল। সায়েন্স ফিকশন গল্পে সাধারণত হলেও হতে পারে - এমন গল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়। সায়েন্সের বর্ণনা সেসবে নেহায়াতই কম থাকে। বলা যায়.

#heading[15]

ইন্টারন্যাশনাল স্পেশ স্টেশন সম্পর্কে গল্পে যে বিস্তর বর্ণনা - অনেকের কাছে তা অতিরিক্ত মনে হতে পারে। আবার অনেকের কাছে তথ্যের কচকচানি মনে হতে পারে। তবে আমার কাছে তা মধুর ঠেকেছে। এর কারণ আগেই উল্লেখ করেছি লেখকের বর্ণনাভঙ্গি। ফার্স্ট পার্সন ভিউয়ে লেখাগুলি পড়ে যেতে কোনো সমস্যাই মনে হয় নি। বরং মুগ্ধতা বাড়িয়েছে। অন্যদিকে লেখক গল্পে প্রচুর সাহিত্যিক রেফারেন্স ব্যবহার করেছেন। যা গল্পের মাত্রাকে আরেকটু উঁচু করেছে। গল্পে রহস্য এবং টুইস্ট থাকলেও.

#heading[16]

ফিনিশিংটা আরো ভালো কিছু এক্সপেক্ট করেছিলাম। ফিনিশিংটা আরেকটু ভালো হতে পারতো। সাই ফাই থ্রিলার না বলে আমি বিভং কে শুধু সাই-ফাই হিসেবেই পরিচয় দিব। কারণ থ্রিলের রসদ ছিল কম। গল্প কিছুটা ধীরগতির। বিশেষ করে প্রথমার্ধে। তাই বিভং থ্রিলার হিসেবে প্রথম সারির না হলেও.

#heading[17]

আমাদের দেশে গতানুগতিক ধারায় যেভাবে সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়ে থাকে - বিভং সেই গন্ডির বাইরে। সায়েন্স ফিকশনে যাদের আগ্রহ - তাদের জন্য অবশ্যই Recommended থাকবে। লেখকের প্রথম বই সুপারন্যাচারাল থ্রিলার শ্বাপদ সনে তাঁকে পাঠক মহলে পরিচিত করে তোলে। এরপর স্পাইথ্রিলার বাজিকর এবং বাজি দিয়ে তিনি বাজিমাত করেন। বিভং - নাবিল মুহতাসিমের ৪র্থ মৌলিক গ্রন্থ। লেখকের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যত আশা করছি। বিভং - ২০১৯ বইমেলায় বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ যদিও সরাসরি কপি.

#heading[18]

{site_link} post a commentভেবে দেখুন বাংলাদেশের প্রথম নভোচারি আপনি উৎসাহে টগবগ করছেন আর ক'দিন পরেই রকেটে চড়ে বসার জন্য। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আবিষ্কার করলেন একটা খুনের দায়ে ফাঁসানো হচ্ছে আপনাকে স্পেস স্টেশনের বদলে হয়তো যেতে হবে জেলে। লাশ গুম করবেন কিভাবে? আর স্পেস স্টেশনে যেতে পারলেও শান্তি নেই - আপনি জানেন না আমেরিকান আর রাশিয়ান নভোচারিরা কি গোপন মিশন নিয়ে এসেছে তারা মহাকাশেই একে অন্যকে মারার জন্য উঠেপড়ে লাগবে কি না। অভিনব কোনো বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে কি তারা? আপনার এক সহকর্মী উদ্ভট আচরণ শুরু করলো কেন মহাকাশ থেকে আসা কোনো রহস্যময় ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে কি? বিভং কাকে বলে? এদিকে যে মহাশক্তিধর অশুভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের হাত থেকে কয়েকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে মানুষ সে আবার ফেরার চেষ্টা করছে না তো? পৃথিবীব্যাপী তার সমর্থকরা কিসের আশায় বিশৃঙ্খলা চালাচ্ছে? আর সবচেয়ে বড় কথা সবকিছু বিগড়ে গেলে কিভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে পৃথিবীতে ফিরবেন আপনি? বিভংঅনেক কিছুই লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু মাথা থেকে সব বেরিয়ে গেছে। দেখি কী কী লেখা যায়!বইয়ের প্লট খুব বিশাল নয় ছোটই। তারপরেও ২৫৬ পৃষ্ঠার হয়ে গেছে বইটা কীভাবে যেন। হ্যাঁ বর্ণনার আধিক্য আছে বইতে কিন্তু তা বিরক্ত করার পরিবর্তে মুগ্ধতায় আবিষ্ট করেছে। সেটা কেন? পড়লেই বুঝতে পারবেন। কাহিনী চরিত্র গঠনের জন্য এই বর্ণনার দরকার পড়েছে এবং বইয়ের মূল যে অংশ স্পেস স্টেশন নভোচারী ট্রেনিং স্পেস সম্পর্কে যে ধারণা লেখক দিয়েছেন তা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লেখক নাবিল মুহতাসিমের লেখার ধার আশা করি বাজিকর সিরিজেই পেয়ে গেছেন এখানেও সেই ধারা অব্যাহত। স্বতন্ত্র এক লেখনশৈলী মুগ্ধ হবার মতোই। আর যে দিকগুলো গল্পকে আরো আকর্ষণীয় করেছে তা হলো বইতে প্রচুর ইস্টার এগ বা শিল্প সাহিত্য ও বাংলা পপ কালচারের রেফারেন্স ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো আবিষ্কার করেও আনন্দ পেয়েছি। লেখক এগুলো এত সূক্ষ্মভাবে বর্ণনার সাথে ব্লেন্ড করেছেন যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আর যেটা ভালো লেগেছে তা হলো হিউমার কখনো মুচকি হাসবেন আবার কখনো জোরেসোরেও হেসে ফেলতে পারেন। আমার কাছে এটা অতি চমৎকার একটা বই।দেশে এমন একটি সায়েন্স ফিকশন লেখা হবে চিন্তা করিনি আগে। আশা করি আরো চমৎকার মৌলিক সায়েন্স ফিকশন পাব আমরা আগামীতে।রেটিং : ৪. **???? kindle paperwhite** " - Carl Sagan-বিভং নামক এই গল্পের শুরু অদূর ভবিষ্যৎ এ যেখানে মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর করাল গ্রাস থেকে মাত্রই নিস্তার পেয়েছে। রুপু যে কি না একজন হবু বাঙালী নভোচারী তার প্রথম মহাকাশ যাত্রার আগে এক দারুন ঝামেলায় পড়ে যায়। এর ফলে অনিশ্চয়তায় পড়ে যায় তার মহাকাশ যাত্রা।-এদিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স এর হাত থেকে রেহাই পেলেও পৃথিবীতে শুরু হয় এক অদ্ভুত স্নায়ুযুদ্ধ যার মুলে রয়েছে আমেরিকা এবং রাশিয়া। রুপুর সহকর্মিদের ভিতরে বেশিরভাগ এ দুটি দেশের হওয়ায় না চাইলেও এ স্নায়ুযুদ্ধের ভিতরে জড়িয়ে পরে সে। এখন এতসব ঝামেলা ফেলে সে কি মহাকাশে যেতে পারবে ট্রেনিং করানোর জায়গা এবং ইন্টারন্যাশনাল

স্পেস স্টেশনকে একদম চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।বিভং এর নামকরণ সহ লেখা যতই এগিয়েছে কাহিনীর প্রয়োজনেই অনেক জায়গায় নানা ধরণের শিল্প এবং সাহিত্যের প্রচুর রেফারেন্স এসেছেযার কারণে একে বাংলা পপ কালচারের প্রতি এক প্রকার ট্রিবিউট বলা চলে। কাহিনী বেশিরভাগ সময় ফার্স্ট পার্সন ভিউতে বলা যা গল্পের প্রধান চরিত্র রুপুর মতো একজনের জন্য ঠিকই আছে। তবে গল্পের বেশিরভাগ জুড়ে রুপুর কাহিনী থাকায় বাকি চরিত্রগুলো সেভাবে ফুটে উঠতে পারেনি।কাহিনী বেশ ফার্স্ট তাতে নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সাথে হিউমারের মিক্স বেশ ভালো লেগেছে।গল্পে টুইস্ট এর পরিমান ও বেশ ভালো (যদিও মেইন টুইস্ট আগেই ধারণা করতে পেরেছিলাম) . **���� book pdf** গল্পে নানা ধরনের টেকনিক্যাল দিকগুলো অনেক ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছেতাই বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। এছাড়া গল্পে কিছু জায়গায় কিছু শব্দ মিসিং ছিল গান আর উক্তির রেফারেন্স পেয়ে বেশ ভাল লেগেছে। বিবরণগুলোও উপভোগ্য ছিল। তবে টুইস্টটা মোটামুটি শুরু�� দিকেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম আর ফিনিশিংটা একটু আলাদা হতে পারত। বাকি সবে নাবিল মুহতাসিম বরাবরের মতোই বাউন্ডারি হাকিয়েছেন! Hardcover মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। এই একটা জিনিস ধর্মান্ধতা নারীবিদ্বেষ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং প্রগতিশীলদের পর্যন্ত নিজ নিজ চিন্তায় গোঁড়ায় পরিণত হয়ে যাওয়ার প্রভাব তো মহাকাশেও চলে যাওয়ার কথা। শত হলেও মহাকাশ অভিযান শুরুই হয়েছিল বিশ্বজুড়ে সামরিক আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য মহাকাশযান স্পেসস্টেশন ঐতিহাসিক কিছু তথ্য সেসবের সাথে জড়িত ভূরাজনীতির দুর্দান্�� বর্ণনা পেতে পারেন। নাবিল মুহতাসিমের লেখালেখিতে উত্তম পুরুষে গিয়ে কখনো কখনো ফোর্থ ওয়াল ভেঙে শিল্প-সাহিত্যের এবং ইতিহাস আপনি রুপু - বাংলাদেশের প্রথম নভোচারী ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে আবিষ্কার করলেন পরিত্যক্ত এক জায়গায়। পাশে একজনের লাশ। কার লাশ আপনার জানা নেই। কেবল জানা আছে সেসব লেখকরা সূক্ষ্মভাবে এড়িয়ে যান।তবে এই গল্পে লেখক তা এড��িয়ে যান নি। বিভং গল্প পড়ে যে কারো মনে হবে - লেখক হয়ত নিজেই নভোচারী ছিলেন এবং স্পেস স্টেশনে ৬ মাস / ১ বছর কাটিয়ে এসেছেন। মহাকাশ নভোচারীদের ট্রেনিং প্রধান টুইস্ট অনুমেয়। বি��েষ করে কেউ যদি ব্যাককাভারের অংশটুকু আগে পড়ে ফেলেন। তাই ব্যাককাভার না পড়ারই সাজেশন থাকবে। পুরো গল্প যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল সায়েন্স ফিকশন হিসেবে দারুণ। বিশেষ করে তবুও বইয়ের সাথে মানানসই। ২৫৫ পেজের বইটির মুদ্রিত মূল্য ৩০০টাকা। বাতিঘরের অধিকাংশ বইয়ে অতিরিক্ত বানানভুল এবং খারাপ মানের বাইন্ডিং এর অভিযোগ দেখা যায়। তবে এই বইয়ে বানানভুল তেমন চোখে পড়ে নি। বাইন্ডিং ও ছিল বেশ ভালো� So Thumbs up for বাতিঘর �হ্যাপি রিডিং �Rating: 4+ (4. ����**b bbc** ৫/৫ Hardcover “Imagination will often carry us to worlds that never were but without it we go nowhere: **���� book pdf download** �) Hardcover এরকম দুর্দান্ত একটা ওপেনিং এর পরেও বইটা শেষমেশ বড় ধরনের হতাশ করলো Hardcover.

.wordpress.com/2020/0.31738493219675